গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়
প্রেস-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.moi.gov.bd

স্মারক নং-১৫.০০.০০০০.০২০.২২.০০২.১২ (অংশ). ৪৭৬ তারিখ : ২৫ আশ্বিন ১৪২৬ / ১০ অক্টোবর ২০১৯

বিষয় : **Bangladesh Press Council Act, 2019 এর খসড়ার বিষয়ে মতামত প্রদান।**

সূত্র : **প্রেস-২ শাখার ১৮.০৯.২০১৯ তারিখের ১৫.০০.০০০০.০২০.২২.০০২.১২ (অংশ).৪৪৫ নং স্মারক**

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে Bangladesh Press Council Act, 2019 এর খসড়াটি সূত্রস্থ স্মারকে গত ১৮.০৯.২০১৯ তারিখে তথ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে **www.moi.gov.bd** প্রকাশ করা হয়। যার সময় ইতোমধ্যে গত ০৩.১০.২০১৯ তারিখে অতিবাহিত হয়েছে। অদ্যাবধি কোন মতামত পাওয়া যায়নি। উক্ত খসড়ার উপর মতামত পাওয়ার নিমিত্ত ১০ কর্মদিবস সময় বৃদ্ধি করা হলো।

০২। এমতাবস্থায়, উক্ত খসড়ার ওপর আগামী ২৩.১০.২০১৯ তারিখের মধ্যে সর্বসাধারণের মতামত নিম্নের ঠিকানায় লিখিত (নিকস্ ফন্টে) /ই-মেইলের মাধ্যমে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

১০.১০.১৯
(নাসরিন পারভীন)
উপসচিব
☎ ৯৫৪০৪৬২
e-mail: as.press@moi.gov.bd

সিস্টেম এনালিস্ট
আইসিটিসেল
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা
(খসড়া এ আইনটি বিজ্ঞপ্তিসহ ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

অনুলিপিঃ

সচিবের একান্ত সচিব তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়
প্রেস-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.moi.gov.bd

স্মারক নং-১৫.০০.০০০০.০২০.২২.০০২.১২ (অংশ). ৪৪৫ তারিখ : ০৩ আশ্বিন ১৪২৬ / ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯

বিষয় : **Bangladesh Press Council Act, 2019 এর খসড়ার বিষয়ে মতামত প্রদান।**

উপর্যুক্ত বিষয়ে পরিপ্রেক্ষিতে Bangladesh Press Council Act, 2019 এর খসড়াটি তথ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে **www.moi.gov.bd** প্রকাশ করা হলো। উক্ত খসড়ার ওপর আগামী ০৩ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে মধ্যে সর্বসাধারণের মতামত নিম্নের ঠিকানায় লিখিত (নিকস্ ফন্টে) /ই-মেইলের মাধ্যমে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে ১১ (এগার) পাতা।

১৮.৯.২০১৯

(নাসরিন পারভীন)
উপসচিব
☎ ৯৫৪০৪৬২
e-mail: as.press@moi.gov.bd

সিস্টেম এনালিস্ট
আইসিটিসেল
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা
(খসড়া এ আইনটি বিজ্ঞপ্তিসহ ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হয়)।

অনুলিপিঃ

সচিবের একান্ত সচিব তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রণীত আইনের খসড়া (সংশোধিত/০৯-০৯-২০১৯)

বাংলাদেশে প্রেসের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ এবং সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থার মান সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য The Press Council Act, 1974 যুগোপযোগী করিয়া বিদ্যমান প্রেস কাউন্সিলকে আরও কার্যকর ও গণমাধ্যম বান্ধব প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার উদ্দ্যেশে প্রণীত আইন

যেহেতু বাংলাদেশে প্রেসের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ, সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থার মান সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য The Press Council Act, 1974 যুগোপযোগী করিয়া সংশোধন ও সংহতকরণকল্পে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেইহেতু, এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল:---

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।---

(১) এই আইন প্রেস কাউন্সিল আইন, ২০১৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইন অবিলম্বে কার্যকর হইবে এবং এই আইন সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

২। সংজ্ঞা।---বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই আইনে,---

(ক) "**চেয়ারম্যান**" অর্থ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান;

(খ) "**কাউন্সিল**" অর্থ ধারা ৩ এর অধীনে গঠিত প্রেস কাউন্সিল;

(গ) "**সম্পাদক**" অর্থ যিনি সংবাদপত্রে প্রকাশযোগ্য বিষয় নির্বাচনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন;

(ঘ) "**সদস্য**" অর্থ কাউন্সিলের একজন সদস্য;

(ঙ) "**সংবাদপত্র**" অর্থ গণসংবাদ বা গণসংবাদের উপর মন্তব্য সম্বলিত যেকোনো সাময়িকী ধরণের পত্রিকা এবং সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা সরকার সংবাদপত্র হিসাবে ঘোষণা করিতে পারে এইরূপ অন্যান্য শ্রেণির মুদ্রিত সাময়িকী ধরণের পত্রিকা ও সংবাদপত্র বা প্রিন্ট ও অনলাইন সংবাদপত্র ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(চ) "**নির্ধারিত**" অর্থ এই আইনের অধীনে বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(ছ) "**কর্মরত সাংবাদিক**" অর্থ পূর্ণ-কালীন সাংবাদিক এবং যেকোনো সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানে এই হিসাবে

নিয়োগপ্রাপ্ত, বা সম্পর্কিত এবং সম্পাদক, প্রধান সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখক, সংবাদ সম্পাদক, উপ সম্পাদক, ফিচার লেখক, প্রতিবেদক, সংবাদদাতা, কপি পরীক্ষক, কার্টুনিস্ট, সংবাদ চিত্রগ্রাহক, ক্যামেরাপার্সন,

ভিডিওগ্রাফার ও অডিওগ্রাফার, হস্তলিপি বিশারদ, প্রুফ পাঠক এবং এডিটিং সহকারী;

(জ) "**সংবাদ সংস্থা**" এমন একটি প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইবে, যে প্রতিষ্ঠান প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন মিডিয়ার পাঠক এবং দর্শকদের জন্য ফ্যাক্স অথবা তারযোগে অথবা অন্যান্য উপায়ে সংবাদ, প্রতিবেদন, নিবন্ধ, স্থিরচিত্র, লেখচিত্র, অলংকরণচিত্র এবং মন্তব্য প্রেরণ করে;

(ঝ) "**প্রকাশক**" বলিতে এমন ব্যক্তি অথবা তাহার পক্ষে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বুঝাইবে যাহার আওতায় ও দায়িত্বে সংবাদপত্র, বই অথবা অন্যকোনো বিষয় প্রকাশিত হয়; এবং

(ঞ) "**অসদাচরণ**" বলিতে পেশাগত শৃঙ্খলা পরিপন্থি আচরণ অথবা এই আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এমন আচরণ অথবা সাংবাদিকতা, নৈতিকতা এবং প্রেস কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত সাংবাদিকতার আচরণ বিধি পরিপন্থি বিষয়কে বুঝাইবে।

৩। **কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা**।---

(১) সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত তারিখ হইতে অত্র আইনের বিধান মোতাবেক একটি কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হইবে, যাহা প্রেস কাউন্সিল নামে অভিহিত হইবে।

(২) কাউন্সিল একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে, যাহার স্থায়ী ধারাবাহিকতাসহ একটি সাধারণ সিলমোহর থাকিবে, এই আইনের বিধানাবলিসাপেক্ষে ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার, হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহা উক্ত নামে মামলা করিতে পারিবে এবং উহার বিরুদ্ধেও মামলা করা যাইবে।

৪। **কাউন্সিল গঠন**।---

(১) একজন চেয়ারম্যান এবং ১৬ (ষোল) জন অন্যান্য সদস্যের সমন্বয়ে কাউন্সিল গঠিত হইবে।

(২) চেয়ারম্যান হইবেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারক হিসাবে নিযুক্ত আছেন বা নিযুক্ত ছিলেন এবং যিনি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হইবেন।

(৩) অন্যান্য সদস্যগণের মধ্যে:

(ক) মাননীয় স্পিকার কর্তৃক মনোনীত জাতীয় সংসদের দুইজন সদস্য:

(খ) শিক্ষা, বিজ্ঞান, কলা, সাহিত্য ও আইন বিষয়ে জ্ঞান বা ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি, যাহারা যথাক্রমে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক মনোনীত কোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের একজন অধ্যাপক, বাংলা একাডেমি কর্তৃক মনোনীত একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি ও বাংলাদেশ বার কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত একজন আইনজীবী মোট ৩ (তিন) জন সদস্য হইবেন;

(গ) চেয়ারম্যান কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থাসমূহের মালিক বা ব্যবস্থাপক সমিতি কর্তৃক মনোনীত সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থাসমূহের তিনজন মালিক বা ব্যবস্থাপক;

(ঘ) চেয়ারম্যান কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থার সম্পাদক সমিতি কর্তৃক মনোনীত সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থাসমূহের তিনজন সম্পাদক;

(ঙ) চেয়ারম্যান কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক সাংবাদিক সমিতি বা সংশ্লিষ্ট সংগঠন বা সরকার কর্তৃক মনোনীত প্রিন্ট মিডিয়ার তিনজন কর্মরত সাংবাদিক;

(চ) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত সামাজিক সংগঠন/গণমাধ্যম সংশ্লিষ্ট একজন নারী ব্যক্তিত্ব; এবং

(ছ) প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-র একজন মনোনীত প্রতিনিধি।

তবে শর্ত থাকে যে, অনুচ্ছেদ (গ), (ঘ) বা (ঙ)-এর অধীন কোনো সমিতিকে মনোনয়ন প্রদানের পূর্বে, চেয়ারম্যান উপযুক্ত মনে করিলে সংশ্লিষ্ট পর্যায়ের ব্যক্তিদের উক্ত সমিতি ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সহিত আলোচনা করিবেন;

আরও শর্ত থাকে যে, কোনো কর্মরত সাংবাদিক যিনি কোন সংবাদপত্র বা সংবাদ সংস্থার সম্পাদক অথবা যিনি কোন সংবাদপত্র বা সংবাদ সংস্থার মালিক বা ব্যবস্থাপক, অনুচ্ছেদ (গ)-এর অধীন মনোনয়নের যোগ্য হইবেন;

আরও শর্ত থাকে যে, কোনো সম্পাদক, যিনি কোনো সংবাদপত্র বা সংবাদ সংস্থার মালিক বা ব্যবস্থাপক, অনুচ্ছেদ (ঘ) এর অধীনে মনোনয়নের যোগ্য হইবেন না;

আরও শর্ত থাকে যে, কোন সংবাদপত্র বা সংবাদ সংস্থা অথবা সংবাদপত্র বা সংবাদ সংস্থা গোষ্ঠীর স্বার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট একাধিক ব্যক্তি অনুচ্ছেদ (গ), অনুচ্ছেদ (ঘ) অনুচ্ছেদ (ঙ)এর অধীনে মনোনয়ন যোগ্য হইবেন না।

(৪) যেইক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ (গ), অনুচ্ছেদ (ঘ) বা অনুচ্ছেদ (ঙ)-এ উল্লিখিত কোনো মনোনয়নদানকারী প্রতিষ্ঠান, চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনয়ন প্রদানের জন্য আহ্বান জানানোর পর, চেয়ারম্যানের নিকট মনোনীতদের নাম প্রেরণে ব্যর্থ হয় অথবা সেইক্ষেত্রে মনোনয়নদানকারী প্রতিষ্ঠান আপাততঃ বহাল না থাকে, সেইক্ষেত্রে চেয়ারম্যান সংশ্লিষ্ট পর্যায়ের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য সদস্যদের মনোনয়ন দিতে পারেন।

(৫) এই ধারার অধীনে মনোনীত ব্যক্তিগণের নাম সরকারের নিকট প্রেরিত হইবে এবং সরকার কর্তৃক উহা সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপিত হইবে এবং এইরূপ প্রত্যেক মনোনয়ন প্রজ্ঞাপিত হওয়ার তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

৫। চেয়ারম্যান ও সদস্য পদের মেয়াদ।---

(১) এই ধারায় বর্ণিত ভিন্নরূপ বিধান ব্যতীত চেয়ারম্যান তিন বৎসর পর্যন্ত তাহার পদে বহাল থাকিবেন এবং আরও এক মেয়াদের জন্য তিনি পুনঃমনোনয়নের যোগ্য হইবেন।

(২) এই ধারায় বর্ণিত ভিন্নরূপ বিধান ব্যতীত প্রত্যেক সদস্যের কার্যকাল হইবে দুই বৎসর এবং আরও এক মেয়াদের জন্য তিনি পুনঃ মনোনয়নের যোগ্য হইবেন।

(৩) যেইক্ষেত্রে ধারা ৪(৩) এর অনুচ্ছেদ (গ), (ঘ) বা (ঙ) এর অধীন সদস্য হিসাবে মনোনীত কোনো ব্যক্তি ধারা ১২(১), এর বিধান অনুযায়ী তিরস্কৃত হন, সেইক্ষেত্রে কাউন্সিলে তাঁহার সদস্য পদের অবসান ঘটিবে।

(৪) যেইক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি পদাধিকার বা নিয়োগ বলে কাউন্সিলের সদস্যরূপে মনোনীত হন, সেইক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির ঐ পদ বা নিয়োগের অবসান ঘটার সাথে সাথে তাঁহার সদস্য পদের অবসান ঘটিবে।

(৫) চেয়ারম্যানের মতে পর্যাপ্ত কারণ ব্যতীত কোনো সদস্য যদি কাউন্সিলের পরপর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকেন, তাহা হইলে উক্ত সদস্যের পদটি শূন্য বলিয়া গণ্য হইবে।

(৬) সরকারের নিকট লিখিত নোটিশ প্রদান করিয়া চেয়ারম্যান পদত্যাগ করিতে পারিবেন এবং চেয়ারম্যানের নিকট লিখিত নোটিশ প্রদান করিয়া অন্য যেকোনো সদস্য পদত্যাগ করিতে পারিবেন, এবং ক্ষেত্রমতে সরকার বা চেয়ারম্যান কর্তৃক, উক্ত পদত্যাগ পত্র গৃহীত হইবার পর, তিনি উক্ত পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

(৭) উপ-ধারা (২), (৩), (৪) বা (৫) এর অধীনে বা অন্যভাবে সৃষ্ট যেকোন শূন্যতা, যত শীঘ্র সম্ভব, শূন্যতা সৃষ্টিকারী সদস্য যে কর্তৃপক্ষের দ্বারা ও যেভাবে মনোনীত হইয়াছিলেন ঠিক সেই কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুরূপ মনোনয়ন দ্বারা পূরণ করিতে হইবে এবং এইরূপে মনোনীত সদস্য, যে সদস্যের জায়গায় তিনি মনোনীত হইয়াছেন সেই সদস্য অবশিষ্ট যে সময় পর্যন্ত কাজ করিতে পারিতেন সেই সময়ের জন্য কার্যভার গ্রহণ করিবেন।

৬। চেয়ারম্যান এবং সদস্যের নিয়োগের শর্তাবলি।---

(১) চেয়ারম্যান হইবেন পূর্ণকালীন অফিসার এবং তিনি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বেতন প্রাপ্য হইবেন। তিনি অন্য কোনো লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিবেন না।

(২) প্রত্যেক সদস্য কাউন্সিলের সভায় যোগদানের জন্য নির্ধারিত ভাতা বা ফি গ্রহণ করিবেন।

৭। **কমিটিসমূহ**।---কাউন্সিলের কার্য সম্পাদনের সহযোগিতার জন্য কাউন্সিল যেইরূপ প্রয়োজন মনে করিবে সেইরূপ ইহার সদস্যদের মধ্য হইতে একাধিক কমিটি গঠন করিতে পারিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কাউন্সিলের সদস্য-বহির্ভূত ব্যক্তিদেরকেও কাউন্সিল উক্ত কমিটির সদস্য হিসাবে সংযোজন করিতে পারিবে।

৮। **কাউন্সিলের সভা**।—

(১) এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধির দ্বারা নির্ধারিত সময় ও স্থানে কাউন্সিলের সভা অনুষ্ঠিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত প্রবিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, চেয়ারম্যান সমীচীন মনে করিলে সময় ও স্থান উল্লেখপূর্বক প্রত্যেক সদস্যের বরাবরে নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে কাউন্সিলের সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

(২) কাউন্সিলের সভায় কোরামের জন্য চেয়ারম্যানসহ কমপক্ষে ছয়জন সদস্যকে সভায় উপস্থিত থাকিতে হইবে।

(৩) কাউন্সিলের সভা চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হইবে এবং চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য সভার সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) কাউন্সিলের সভায় উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং সম সংখ্যক ভোটের ক্ষেত্রে, সভাপতির একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট থাকিবে।

৯। **শূন্যতা, ইত্যাদি কাউন্সিলের কাজ বা কার্যক্রম অবৈধ করিবে না**।--- কাউন্সিলের কোনো কোনো পদের শূন্যতা, অথবা কাউন্সিল গঠনের কোনো ত্রুটির কারণে কাউন্সিলের কোনো কাজ বা কার্যক্রম অবৈধ হইবে না।

১০। **সচিব, ইত্যাদির নিয়োগ**।---এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধির আওতায় নির্ধারিত শর্তে কাউন্সিল ইহার কার্যাদি দক্ষতার সহিত সম্পাদনের জন্য প্রয়োজন মনে করিলে একজন সচিব ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

১১। **কাউন্সিলের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি**।---

(১) কাউন্সিলের উদ্দেশ্য হইবে বাংলাদেশে প্রেসের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা এবং সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থা সমূহের মান সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।

(২) কাউন্সিল ইহার উদ্দেশ্য জোরদার করার নিমিত্তে নিম্নেবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থাসমূহের স্বাধীনতা সংরক্ষণে সহায়তা করা;

(খ) উচ্চ পেশাগত মানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থা এবং সাংবাদিকদের জন্য একটি আচরণ বিধি প্রণয়ন করা;

(গ) সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থা এবং সাংবাদিকদের ক্ষেত্রে জনসাধারণের রুচির উচ্চমান সংরক্ষণ নিশ্চিত করা এবং নাগরিক অধিকার ও দায়িত্ববোধ উভয়ের যথোচিত লালন পালন করা;

(ঘ) সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত সকল ব্যক্তিবর্গের মধ্যে দায়িত্ববোধ ও জনসেবার মনোভাব সৃষ্টিতে উৎসাহিত করা ;

(ঙ) জনস্বার্থ ও জনগুরুত্বসম্পন্ন তথ্য সরবরাহ এবং বিস্তার রোধের সম্ভাবনাময় যেকোনো অবস্থা পর্যালোচনা করা ;

(চ) বাংলাদেশের যেকোনো সংবাদপত্র বা সংবাদ সংস্থার বিদেশ উৎস হইতে প্রাপ্ত বিষয়সমূহ, এইরূপ বিষয় সরকার কর্তৃক বা কোনো ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গের সমিতি বা অন্য কোনো সংগঠন কর্তৃক আনীত সহযোগিতা প্রাপ্তির সকল বিষয় পর্যালোচনা করা ;

তবে শর্ত থাকে যে, বৈদেশিক উৎস হইতে বাংলাদেশের যেকোনো সংবাদপত্র বা সংবাদ সংস্থা কর্তৃক সাহায্য প্রাপ্তির কোনো বিষয় সম্পর্কে সরকার যেইভাবে উপযুক্ত মনে করিবে, সেইভাবে ব্যবস্থা লওয়া হইতে এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই সরকারকে বিরত করিবে না;

(ছ) জাতীয় ও বিদেশী সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যা এবং প্রভাব সম্পর্কে অনুশীলন ও গবেষণা করা ;

(জ) সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের যথাযথ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য সুযোগ সুবিধা প্রদান করা ;

(ঝ) কারিগরি বা অন্যান্য গবেষণার উন্নতি বিধান করা ;

(ঞ) সংবাদপত্র প্রযোজনায়, প্রকাশনায় অথবা সংবাদ সংস্থা পরিচালনায় নিয়োজিত সকল শ্রেণির ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যথাযথ কার্যকর সম্পর্ক উন্নত করা ;

তবে শর্ত থাকে যে, এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন অধ্যাদেশ, ১৯৬৯ (XXIII of 1969) এর অধীনে বিরোধ সংক্রান্ত কোনো কার্যক্রম কাউন্সিলের উপর প্রযোজ্য হইবে না ;

(ট) উপযুক্ত কার্যাবলি সম্পাদনে প্রাসঙ্গিক বা সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ।

১২। কাউন্সিলের বিচারিক ক্ষমতা।---

(১) কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে কোনো অভিযোগ প্রাপ্ত হইয়া বা অন্য কোনোভাবে অবহিত হইলে, যেইক্ষেত্রে কাউন্সিলের বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, কোনো সংবাদপত্র বা সংবাদ সংস্থা সাংবাদিকতা নীতিমালার মান বা জনসাধারণের রুচির বিরুদ্ধে অপরাধ করিয়াছে অথবা আইন দ্বারা সুরক্ষিত ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘন করিয়া কোনো সংবাদ প্রকাশ করিয়াছে অথবা কোনো সম্পাদক বা কর্মরত সাংবাদিক পেশাগত অসদাচরণ করিয়াছে বা সাংবাদিকতা নীতিমালার বিধি লঙ্ঘন করিয়াছে, সেইক্ষেত্রে কাউন্সিল সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্র বা সংবাদ সংস্থা, সম্পাদক বা সাংবাদিকদের বক্তব্য পেশের সুযোগ দিয়া এই আইনের অধীনে প্রণীত প্রবিধি মোতাবেক তদন্ত করিতে পারিবে এবং প্রেস কাউন্সিল যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, ইহার প্রয়োজন রহিয়াছে, তাহা হইলে কাউন্সিল কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা, সম্পাদক, প্রকাশক বা সাংবাদিককে ক্ষেত্রমতে অপরাধ অনুযায়ী নিম্নরূপ এক বা একাধিক শাস্তি আরোপ করিতে পারিবে:

(ক) দোষী সাব্যস্ত সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা, সম্পাদক, প্রকাশক বা সাংবাদিককে কাউন্সিল ১০(দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে। এই জরিমানার টাকা তাৎক্ষণিকভাবে আদায়যোগ্য হইবে।

(খ) কাউন্সিল দোষী সাব্যস্ত সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থাকে সরকারি ও বেসরকারি বিজ্ঞাপনসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা অনূর্ধ্ব ১ (এক) বছর পর্যন্ত স্থগিত করিতে আদেশ প্রদান করিবে;

(গ) দোষী সাব্যস্ত সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থার সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদকের সরকার প্রদত্ত অ্যাক্রেডিটেশন কার্ড বাতিল করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবে;

(ঘ) কাউন্সিল সতর্ক, ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা, সম্পাদক বা কর্মরত সাংবাদিককে ক্ষেত্রমতে প্রকাশিত বিবরণ সংশোধনের ও অভিযোগকারীর নিকট লিখিতভাবে ক্ষমা প্রার্থনার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে;

(ঙ) কাউন্সিল তৎকর্তৃক ১২ ধারায় প্রদত্ত আদেশ অমান্য বা প্রতিপালন করা হয় নাই মনে করিলে সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্র বা সংবাদ সংস্থা বা সম্পাদক বা প্রকাশককে ০৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করিতে পারিবে।

(২) কাউন্সিল যদি এই মত পোষণ করে যে, ইহা করা জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় ও সমীচীন তাহা হইলে কাউন্সিল সেইরূপ কোনো সংবাদপত্র বা সংবাদ সংস্থা, সম্পাদক বা কর্মরত সাংবাদিকের বিরুদ্ধে এই ধারায় প্রচলিত তদন্ত সংক্রান্ত যেকোনো রিপোর্ট কাউন্সিল যেকোনো সংবাদপত্রে অভিযুক্ত সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা, সম্পাদক বা সাংবাদিকের নামসহ প্রকাশ করিতে পারিবে।

(৩) কোনো আদালতে কোনো বিষয় বিচারাধীন থাকিলে সেই বিষয়ে তদন্ত পরিচালনায় উপ-ধারা (১) এর কোনো কিছুই কাউন্সিলকে ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে বলিয়া অনুমিত হইবে না।

(৪) উপ-ধারা (১) বা (২) এর অধীন প্রদত্ত কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত, ক্ষেত্রমতে চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই বিষয়ে কোনো আদালতে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

(৫) উপধারা-১ এর দফা (ক) ও দফা (ঙ) তে বর্ণিত জরিমানা আদায় না হলে Public Demands Recovery Act, 1913 এর বিধান মতে আদায় করা যাইবে।

১৩। কাউন্সিলের সাধারণ ক্ষমতা।---

(১) এই আইনের অধীন কাউন্সিলের কার্যাবলি সম্পাদন বা কোনো তদন্ত পরিচালনার উদ্দেশ্যে, কাউন্সিলের সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপী নিম্নোক্ত বিষয়ে সেইরূপ ক্ষমতা থাকিবে, যেইরূপ ক্ষমতা দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ (V এর ১৯০৮) এর অধীন কোনো মোকদ্দমা বিচারকালে দেওয়ানি আদালত প্রয়োগ করিয়া থাকে, যথা:-

(ক) ব্যক্তিদের উপস্থিতির জন্য সমন প্রদান এবং শপথ গ্রহণকারীরা তাহাদের জবানবন্দী গ্রহণ ;

(খ) দলিলাদির উদঘাটন ও দাখিলকরণ সংক্রান্ত ;

(গ) হলফনামার মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণ ;

(ঘ) কোন আদালত বা অফিস হইতে সরকারি নথি বা ইহার অনুলিপি সরবরাহ বিধিমত তলব সংক্রান্ত ;

(ঙ) সাক্ষীগনের জেরা এবং দলিলাদি পরীক্ষা করার জন্য কমিশন নিয়োগ সংক্রান্ত ;

(চ) নির্ধারিত অন্য যেকোনো বিষয়।

(২) উপ-ধারা (১)-এর কোনো কিছুই সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা, সম্পাদক বা সাংবাদিককে ঐ সংবাদপত্রে প্রকাশিত বা ঐ সংবাদ সংস্থা, সম্পাদক বা সাংবাদিক কর্তৃক গৃহীত বা প্রতিবেদিত কোনো সংবাদ বা তথ্যের উৎস ব্যক্ত করিতে বাধ্য করে বলিয়া গণ্য হইবে না।

(৩) কাউন্সিল কর্তৃক পরিচালিত প্রতিটি তদন্ত দন্ডবিধি, ১৯৬০ (১৯৬০-এর XLV) ১৯৩ ও ২২৮ ধারার অর্থ মোতাবেক বিচার সংক্রান্ত কার্যধারা বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৪) সংবাদপত্র (প্রিন্ট ও অনলাইন), সংবাদ সংস্থায় রাষ্ট্রীয় ও জনস্বার্থ ক্ষুন্ন হয় এমন সংবাদ/ প্রতিবেদন প্রকাশের পরিপ্রেক্ষিতে কাউন্সিল স্বপ্রণোদিত হইয়া সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্র বা সংবাদ সংস্থা সম্পর্কে তদন্তকার্য পরিচালনা, সমনজারী এবং প্রয়োজনবোধে আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৫) কোনো সংবাদপত্র বা সংবাদ সংস্থা কর্তৃক ডিক্লারেশন/লাইসেন্স এর শর্ত ভঙ্গ করিয়াছে এমনটি প্রমাণিত হইলে প্রেস কাউন্সিল সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট স্ব-উদ্যোগে এই ব্যাপারে মতামত প্রদান করিতে পারিবে।'

১৪। **কাউন্সিলকে অর্থ প্রদান।**--- এই আইনের অধীন কাউন্সিলের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সরকার প্রত্যেক আর্থিক বৎসরে কাউন্সিলকে প্রদান করিবে।

১৫। **কাউন্সিলের তহবিল।**---

(১) কাউন্সিলের নিজস্ব তহবিল থাকিবে, এবং সরকার কর্তৃক সময় সময় কাউন্সিলকে প্রদত্ত সকল অর্থ এবং অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তি কর্তৃক কাউন্সিলকে প্রদত্ত সকল মঞ্জুরি এবং অগ্রিম কাউন্সিলের তহবিলে জমা করিতে হইবে এবং এই তহবিল হইতে কাউন্সিলের সকল ব্যয় নির্বাহ করিতে হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকারের পূর্ব অনুমোদন ব্যতিরেকে কোনো বৈদেশিক উৎস হইতে কাউন্সিল কর্তৃক কোনো মঞ্জুরি বা অগ্রিম গ্রহণ করা যাইবে না।

(২) তহবিলের সমুদয় অর্থ সরকারের অনুমোদনসাপেক্ষে, কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত উপায়ে ব্যাংকে জমা বা বিনিয়োগ করা যাইবে।

(৩) এই আইনের অধীন কাউন্সিলের কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য কাউন্সিল যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ অর্থ ব্যয় করিতে পারিবে, এবং এই অর্থ কাউন্সিলের তহবিল হইতে ব্যয়যোগ্য বলিয়া ধরা হইবে।

১৬। **কাউন্সিলের বাজেট।**---কাউন্সিল নির্ধারিত ছকে ও সময়ে, প্রতি বৎসর পরবর্তী আর্থিক বৎসরের বাজেট প্রণয়ন করিবে; বাজেটে প্রাক্কলিত অর্থ প্রাপ্তি ও ব্যয় এবং ঐ আর্থিক বৎসরে সরকারের নিকট হইতে সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থ দেখাইতে হইবে, এবং বাজেটে প্রদর্শিত সরকারের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থ বিবেচনা ও বরাদ্দ করিবার জন্য বাজেটের অনুলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

১৭। **বার্ষিক রিপোর্ট।**---কাউন্সিল প্রতি বৎসরে একবার, নির্ধারিত ছকে ও সময়ে, পূর্ববর্তী বৎসরের ইহার কার্যক্রমের একটি সারসংক্ষেপ সম্বলিত বার্ষিক রিপোর্ট প্রণয়ন ও ইহার অনুলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে এবং সরকার ইহা সংসদে উপস্থাপন করিবে।

১৮। **হিসাব ও নিরীক্ষা।**---কাউন্সিলের হিসাব নির্ধারিত নিয়মে পরিচালিত হইবে এবং বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক উহা নিরীক্ষিত হইবে।

১৯। **কাউন্সিলের আদেশ, ইত্যাদি প্রমাণীকরণ।**--- কাউন্সিলের সকল আদেশ ও সিদ্ধান্ত, চেয়ারম্যান বা চেয়ারম্যান কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য যেকোনো সদস্যের স্বাক্ষর দ্বারা প্রমাণীকৃত হইবে এবং কাউন্সিল কর্তৃক জারীকৃত অন্যান্য দলিলাদি, সচিব বা সচিব কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য যেকোনো অফিসারের স্বাক্ষর দ্বারা প্রমাণীকৃত হইবে।

২০। **কতিপয় কর্মের রক্ষণাবেক্ষণ।**---

(১) এই আইনের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত বা ঈপ্সিত কোনো কাজের জন্য কাউন্সিল বা ইহার কোনো সদস্য বা কাউন্সিলের নির্দেশ ভারপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো মামলা বা অন্য কোনো আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

(২) কাউন্সিলের কর্তৃত্বাধীনে কোনো সংবাদপত্রে কোনো বিষয় প্রকাশনার জন্য সেই সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে কোনো মামলা বা অন্য কোনো আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

২১। **সরকারি কর্মচারী।**---কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, সদস্য, অফিসার এবং অন্যান্য কর্মচারীগণ দন্ডবিধি (১৮৬০ এর ৪৫) এর ধারা-২১ এ বিধৃত অর্থে সরকারি কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন।

২২। **অবসায়ন।**---সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহের অবসায়ন সংক্রান্ত কোনো বিধান কাউন্সিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না এবং সরকারের আদেশ ও সরকার কর্তৃক নির্দেশিত পন্থা ব্যতিরেকে কাউন্সিল অবসায়ন করা যাইবে না।

২৩। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**--- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৪। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**---

(১) এই আইন প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্ট ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ২৫ নং আইন) অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্বারা রহিত হইবে।

(২) উক্ত আইন রহিত হওয়া স্বত্ত্বেও, উহার অধীন-

(ক) কৃত কোনো কার্য বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) প্রণীত কোনো বিধি, জারিকৃত কোনো প্রজ্ঞাপন, প্রদত্ত কোনো আদেশ, নির্দেশ, অনুমোদন, সুপারিশ বা কার্যক্রম উক্তরূপ রহিত হইবার অব্যবহিত পূর্বে বলবৎ থাকিলে, এই আইনের অধীনে প্রণীত, জারিকৃত বা প্রদত্ত না হওয়া পর্যন্ত, এই আইনের বিধানাবলির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে বলবৎ থাকিবে;

(গ) দায়েরকৃত অনিষ্পন্ন ফৌজদারি কার্যধারা এমনভাবে নিষ্পন্ন করিতে হইবে যেন উক্ত আইন রহিত হয় নাই।

২৫। **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।**--- কাউন্সিল এই আইন ও তদধীনে প্রণীত বিধির সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ নহে এবং এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে প্রয়োজনীয় ও সমীচীন সকল বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৬। ইংরেজিতে অনুদিত পাঠ প্রকাশ।---

(১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজিতে অনূদিত নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

(আবদুল মালেক)
সচিব
তথ্য মন্ত্রণালয়